সংশোধনীসহ জাতীয়করণকৃত উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের আত্তীকরণ বিধি-১৯৮৩ (বাংলা অনুবাদ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

নং-এস.আর.ও-১৩৭-এল/৮৩ তারিখ : ২০ শে এপ্রিল, ১৯৮৩

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং শুরু :

এ বিধি জাতীয়করণকৃত উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর) আত্তীকরণ বিধি-১৯৮৩ নামে অভিহিত হবে।

(২) ১ জুলাই, ১৯৮০ থেকে এ বিধি কার্যকর হবে।

২. সংজ্ঞা :

বিষয় ও প্রসঙ্গের সাথে অসংগতিপূর্ণ না হলে, এ বিধিতে

(এ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" বলতে, সরকার বা এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তাকে বুঝাবে।

(বি) "বোর্ড" বলতে. সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে কতিপয় পদে নিয়োগের নিমিত্তে প্রার্থী বাছাইয়ের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত বিভাগীয় নির্বাচনী বোর্ডকে বুঝাবে।

(সি) "কমিশন" বলতে, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন-কে বুঝাবে।

(ডি) "মহাপরিচালক" বলতে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের মহাপরিচালক এবং সাবেক পাবলিক ইনস্ট্রাকসনের পরিচালককে বুঝাবে।

(ই) "কার্যকর চাকুরিকাল" বলতে, সংশ্লিষ্ট জাতীয়করণকৃত স্কুলে বিরতিহীন মোট চাকুরিকালের ৫০ ভাগ চাকুরি বুঝাবে।

(এফ) "জাতীয়করণকৃত উচ্চ বিদ্যালয়" বলতে, নিবন্ধিত দলিল যোগে ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক স্কুলের মালিকানা সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং সরকার উক্ত স্কুলের মালিকানা গ্রহণ করেছেন এমন স্কুল বুঝাবে।

(জি) "কর্মচারী" বলতে জাতীয়করণকৃত স্কুলে শিক্ষক ব্যতিত সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত অন্যান্য কর্মচারীকে বুঝাবে, যিনি মহাপরিচালক কর্তৃক নিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন, কিংবা নিষেধাজ্ঞা জারীর পর মহাপরিচালকের অনুমোদনসহ নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন।

(এইচ) "শিক্ষক" বলতে জাতীয়করণকৃত উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্ণকালীন শিক্ষক বুঝাবে এবং প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকও বুঝাবে, যিনি মহাপরিচালক কর্তৃক নিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন, কিংবা নিষেধাজ্ঞা জারীর পর মহাপরিচালকের অনুমোদনসহ নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন।

৩। শিক্ষকের এ্যাডহক নিয়োগ:

(১) বিধি ৫ এর বিধান পূরণ সাপেক্ষে একজন শিক্ষক জাতীয়করণের পূর্বে যে পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন সে পদে বা ভিন্ন কোন পদে এ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ পেতে পারেন (যদি তিনি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন হন)।

(২) একজন শিক্ষকের যদি কোন পদে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে, তবে তাকে তার নীচের পদে ও বিধি-৫ বিধির পূরণ সাপেক্ষে এ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ করা যাবে।

(৩) এ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগকৃত শিক্ষক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে বেতন-ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৪। **এ্যাডহক নিয়োগ নিয়মিতকরণ:**

বোর্ডের বা কমিশনের সাক্ষাৎকার বা ভিন্নরূপ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিধি ৩-এর আওতায় এ্যাডহকভাবে নিয়োগকৃত একজন শিক্ষক বোর্ড বা কমিশনের মাধ্যমে নিয়মিত নিয়োগ পেতে পারেন।

(২) নির্ধারিত ন্যূনতম যোগ্যতা ছাড়া কোন শিক্ষক নিয়মিত নিয়োগ পাবেন না। শর্ত থাকে যে,

বোর্ড বা কমিশন কোন পদে ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জনের জন্য তাকে তিন বছর সময়ের সুযোগ দিয়ে প্রভিশনাল নিয়োগ দিতে পারেন। এ সময়ে নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হলে তার চাকুরির অবসান ঘটবে।

আরো শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষকের ন্যূনতম যোগ্যতা না থাকলে কিংবা টিচিং ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট না থাকলে এবং ঐ শিক্ষকের বয়স ৫০ বছর হলে বা স্কুল জাতীয়করণের দিন থেকে ৫০ বছরের আরো বেশী হলে অন্যান্য যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে তাঁর নিয়োগ নিয়মিত করার সুপারিশ বোর্ড বা কমিশন করতে পারে।

৫। **যোগ্যতা:**

(১) এ বিধির আওতায় কেউ নিয়োগের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না, যদি ;

(এ) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক না হন বা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন;

(বি) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক নন এমন কাউকে বিবাহ করেন বা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন এমন চুক্তি করেন;

(২) এ বিধির আওতায় কোন নিয়মিত নিয়োগ হবে না, যদি না;

(এ) স্বাস্থ্য সেবার মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড বা মেডিকেল অফিসার দ্বারা শারীরিকভাবে সুস্থ্য বলে প্রত্যায়িত না হন,

(বি) যথাযথ সংস্থা কর্তৃক তাঁর প্রাক-পরিচিতি যাচাই শেষে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত না হন।

৬। **বয়সসীমা:**

এ বিধির আওতায় নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন বয়সসীমা থাকবে না। তবে, শর্ত থাকে যে,

স্কুল জাতীয়করণের দিন কারো বয়স সরকারী চাকুরীতে যে বয়সে বার্ধক্য পৌছাবে, সেই বয়স অতিক্রম করলে তিনি নিয়োগযোগ্য হবেন না।

৭। **কর্মচারী নিয়োগ:**

কর্মচারীদের এ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া যাবে। শর্ত থাকে যে,

তাদের ঐ পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা থাকতে হবে। বিধি-৫ এর বিধান সাপেক্ষে বোর্ড বা কমিশনের পরামর্শক্রমে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এরূপ নিয়োগ দেবেন।

৮। **কর্মচারী এবং শিক্ষকের জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতি :**

(১) কার্যকর চাকুরীর ভিত্তিতে শিক্ষক ও কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে;

(২) এ বিধির আওতায় শিক্ষক ও কর্মচারীর প্রমোশনের ক্ষেত্রে কার্যকর চাকুরীকাল গণনা করা হবে।

৯। **পেনশনযোগ্য চাকুরীকাল :**

এ বিধির আওতায় এ্যাডহক নিয়োগের পরের চাকুরিকাল এবং জাতীয়করণকৃত স্কুলে বিরতিহীন চাকুরীর ৫০ ভাগ পেনশনযোগ্য চাকুরী হিসেবে গণনা করা হবে। এ বিধির আওতায় প্রাপ্য গ্রাচুইটি হতে পূর্বে উত্তোলিত গ্রাচুইটির টাকা কেটে রাখা হবে। যদি পূর্বে উত্তোলিত গ্রাচুইটির অর্থ বর্তমানে প্রাপ্য গ্রাচুইটির অর্থ থেকে বেশী হয় বা সমান হয়, তবে বর্তমানে কোন গ্রাচুইটি পাবেন না এবং মোট পেনশনের তিন চতুর্থাংশ অর্থ মাসিক পেনশন হিসেবে পাবেন।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক-এর আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-

এইচ. হক

অতিরিক্ত সচিব

শিক্ষক ও অশিক্ষিক কর্মচারী (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর) আত্তীকরণ বিধিমালা-১৯৮৩ (সংশোধনী)

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ১১, ১৯৯৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ শে শ্রাবণ, ১৪০১/ ১০ই আগস্ট ১৯৯৪

এস.আর. ও. নং ২৫৬-আইন/৯৪–গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, The teachers and Non-Teaching Staff of nationalised High Schools (Directorate of Secondary and Higher Education) Absorption Rules, 1983 তে নিম্নরূপ সংশোধন করিলেন, যথা:–

[উপরি-উক্ত Rules এর rule 4 এর sub-rule (২) এর দ্বিতীয় শর্তাংশ (proviso) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :–

আরো শর্ত থাকে যে,

ক) উচ্চ বিদ্যালয় জাতীয়করণের তারিখে, যদি কোনো শিক্ষকের বয়স ৫০ বছর বা তার বেশি হয় , এবং

খ) এডহক ভিত্তিক ৩(২) বিধির আওতাধীন তিনি যে পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত পদের জন্য যদি তার আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকে, কিন্তু একধাপ নিম্নবর্তী শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হন,

তবে, কমিশন বা বোর্ড ঐ ধরনের শিক্ষককে নিয়মিত পদায়নের জন্য সুপারিশ করতে পারেন ।

ব্যাখ্যা: দ্বিতীয় অনুবিধি অনুযায়ী উপবিধির উদ্দেশ্য:

ক) "শিক্ষাগত যোগ্যতা"-র অন্তর্ভূক্ত হবে শিক্ষণ ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা; এবং

খ) "এক ধাপ নীচের শিক্ষাগত যোগ্যতা " অর্থ

i) প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক এর ক্ষেত্রে কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত স্নাতক ডিগ্রী বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং

ii) সহকারী শিক্ষকের ক্ষেত্রে কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত এইচ.এস.সি বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা ।

২ । এই প্রজ্ঞাপন ২০ শে এপ্রিল, ১৯৮৩ ইং তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইরশাদুল হক
সচিব

শিক্ষক ও অশিক্ষিক কর্মচারী (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর) আত্তীকরণ বিধিমালা-১৯৮৩

(অধিকতর সংশোধনী)

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

১২৫

সোমবার, ডিসেম্বর ১৮, ১৯৯৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৯৫ ইং/ ৪ঠা পৌষ ১৪০২ বাং

এস.আর. ও. নং ২২১-আইন/৯৫।–গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০(১) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, The Teachers and Non-Teaching Staff of Nationalised High Schools (Directorate of Secondary and Higher Education) Absorption Rules, 1983-এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা :–

উপরি-উক্ত Rules এর (১) rule 3 এর sub-rules (1) এবং (2) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-rules (1) ও (2) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :–

উক্ত রুল-এর (৩)এর (১) ও (২) উপবিধির পরিবর্তে নিম্নরূপ (১) ও (২) উপবিধি প্রতিস্থাপিত হবে :

(১) সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়োগ পেতে যে যোগ্যতার প্রয়োজন তা থাকলে, জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিক্ষক বিধি পাঁচ-এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ পাবেন।

যে পদে কর্মরত ঐ পদের সরকারী পর্যায়ের যোগ্যতা না থাকলে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতাসম্পন্ন বিধি পাঁচ-এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কোন শিক্ষককে এডহক ভিত্তিতে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে।

(২) এই নিয়মে যা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন উপবিধি (২)-এর অনুবিধিসমূহের শর্তগুলো ২, জানুয়ারি, ১৯৯৩ বা তারপরে জাতীয়করণকৃত উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রভাব ফেলবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইরশাদুল হক

সচিব

{মূল আত্তীকরণ বিধি পরিশিষ্ট (১-৩)-এ লিপিবদ্ধ করা হ'ল}